তারিখ 26 AUG 2017
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্মিলিত ভর্তি পরীক্ষা নয় কেন?

উচ্চশিক্ষা

মোহাম্মদ আনিস রহমান

চেয়ারম্যান, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ

দারিদ্র্যের সঙ্গে যাদের নিত্য বসবাস, মধ্যবিত্ত আর নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে যাদের জন্ম, তাদের বেশিরভাগই দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তির জন্য এক ধরনের যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। বোদ্ধারা সেই যুদ্ধের নাম দিয়েছেন 'ভর্তিযুদ্ধ'। নুন আনতে যাদের পানতা ফুরায়, তারাই স্বপ্ন দেখে 'লেখাপড়া করে যে, গাড়ি-ঘোড়া চড়ে সে'। এইচএসসি পরীক্ষাটা কোনো রকম কষ্ট করে যারা পার করতে পারে, তাদের অনেকের পক্ষেই আর সম্ভব হয় না পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া। কোথায় পাবে এত টাকা! পিছিয়ে পড়ছে গ্রামের দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীরা। সে খবর কে রাখে? যারা বেরিয়ে আসে তাদের অনেকেই ভুলে যায় ওদের কথা। এবার আবার 'মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা'। বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা আজ কমবেশি বন্যাকবলিত। ঘরহীন মানুষগুলো আজ পথপানে চেয়ে আছে শুধু কিছু ত্রাণসামগ্রী কিংবা অন্যের দেওয়া দু'মুঠো খাবারের আশায়। ক্ষেতের ধান, পুকুরের মাছ, গোয়ালের গরু, মাথা গোঁজার ঠাঁই, গাছ, হাঁস-মুরগি কিছুই আজ আর আগের মতো নেই। এসব পরিবারের সন্তানদের অনেকেরই আর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা দেওয়া হবে না। কোথায় পাবে এত ফরম কেনার টাকা! ৫-৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফরম কিনে ভর্তি পরীক্ষা দিতে কমপক্ষে ২০ হাজার টাকার বেশি ছাড়া কম লাগবে না বোধ করি। ওদের পক্ষে সম্ভব না টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া ছোটে বেড়ানো। সম্ভব না পঞ্চগড় থেকে চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম থেকে খুলনা, খুলনা থেকে রাজশাহী, রাজশাহী থেকে সিলেট ঘুরে ঘুরে ভর্তি পরীক্ষা দেওয়া। হায়রে অভাগা শিক্ষার্থী আর তাদের উচ্চশিক্ষার অলীক স্বপ্ন। সারা রাতের ভ্রমণক্লান্তি শেষে পর্যাপ্ত খাবার, ঘুম, টয়লেট সুবিধা না নিয়ে শিক্ষার্থীরা পরীক্ষার কক্ষে প্রবেশ করে। কত শিক্ষার্থীকে দেখলাম পরীক্ষার কক্ষ থেকে বের হয়ে বমি করতে, চোখে-মুখে পানি দিয়ে আবার ফিরে এসে পরীক্ষায় মনোনিবেশ করতে। মাত্র এক ঘণ্টার পরীক্ষা। আর কতই না কষ্ট সহ্য করতে হয় ওদের।

সবাই চান সম্মিলিত ভর্তি পরীক্ষা হোক। তারপরও হচ্ছে না বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অনীহা, অনিচ্ছার কারণে। হয়তোবা অনেক প্রশ্ন আর কিছু কিন্তুর কারণে। সম্মিলিত ভর্তি পরীক্ষা হলে কীভাবে হবে, কারা প্রশ্ন করবে, কীভাবে সে প্রশ্ন দেশের বিভিন্ন স্থানে যাবে, আগে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যে পরিমাণ টাকা আয় করতে পারত, তা আর পারবে কি-না? বড় একটা আয়ের পথ চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে কি-না? প্রশ্নপত্রের গোপনীয়তা রক্ষার দায়ভার কে বা কারা নেবে? ফল প্রকাশে স্বচ্ছতা থাকবে কি-না! বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অনেকদিন ধরে সুনামের সঙ্গে, স্বচ্ছতার সঙ্গে যে কাজ করে আসছে তার সেই সুনাম, স্বচ্ছতা অক্ষুণ্ন থাকবে কি-না! বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অনৈতিকভাবে, তদবিরের মাধ্যমে শিক্ষার্থী ভর্তি করা যায় না, তা রক্ষা করা যাবে কি-না! এসব হাজারো প্রশ্নের কারণে হয়তো সম্ভব হচ্ছে না সম্মিলিত ভর্তি পরীক্ষা। এসব হাজারো প্রশ্নের উত্তর একটাই– জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন যদিও ভর্তি পরীক্ষা হয় না, ফলের ভিত্তিতে ভর্তি নেয়। যা হোক যখন একযোগে সারাদেশে ভর্তি পরীক্ষা হতো, তখন তারা সুষ্ঠুভাবেই এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে।

সময়ের চাহিদার কারণে অনেক পুরনো কিংবা ঐতিহ্যনির্ভর ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসাটা দোষের কিছু নয়। সবার জন্য যা কল্যাণকর তার সবকিছু উদারনৈতিকভাবে করা উচিত, করতে হয়। সবচেয়ে দুঃখজনক হলো, সম্মিলিত ভর্তি পরীক্ষার ব্যাপারে সরকার আন্তরিক অথচ কিছুতেই যেন কিছু হচ্ছে না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো মানবতার হাত প্রসারিত করুক, আর সরকার যথেষ্ট আন্তরিক হলে এবারই সম্ভব সম্মিলিতভাবে বা গুচ্ছভাবে কিংবা সম্মিলিত অথচ গুচ্ছভাবে ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া। সম্মিলিত অথচ গুচ্ছভাবে ভর্তি পরীক্ষা নেওয়ার ব্যাপারে কিছু বিষয় বিবেচনা করা যেতে পারে। যেমন– ১. টেকনিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ব্যতীত অর্থাৎ প্রকৌশল, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, কৃষি প্রযুক্তি ও ভেটেরেনারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ব্যতীত বাকি সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় (যেমন– ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়)। আগেই ইউনিট নির্ধারণ করে নিয়ে 'এক ইউনিট এক প্রশ্ন' এভাবে পরীক্ষা নিতে পারে; ২. দেশের সব প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়; যেমন– বুয়েট, ডুয়েট, রুয়েট, চুয়েট, কুয়েট, একসঙ্গে 'এক ইউনিট এক প্রশ্ন' এভাবে পরীক্ষা নিতে পারে; ৩. দেশের সব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় একসঙ্গে 'এক ইউনিট এক প্রশ্ন' এভাবে পরীক্ষা নিতে পারে; ৪. দেশের সব কৃষি প্রযুক্তি ও ভেটেরেনারি বিশ্ববিদ্যালয় 'এক ইউনিট এক প্রশ্ন' এভাবে পরীক্ষা নিতে পারে; ৫. দেশের স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ভর্তির জন্য পছন্দের সময় শর্ত আরোপ করে দিতে পারে। শর্ত পূরণ না করলে শিক্ষার্থীরা ওই সব বিশ্ববিদ্যালয় পছন্দে রাখতে পারবে না বলে তারা ভর্তিও হতে পারবে না (কিন্তু এমন কথা বলা যাবে না যে, ওমুক বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা আলাদা ঐতিহ্য আছে। সম্মিলিত অথচ গুচ্ছভাবে ভর্তি পরীক্ষা নিলেও ঐতিহ্য রক্ষা করা যায়, সেই পথ বের করে নিলেই হয়); ৬. শিক্ষার্থী বাছাই মূল কাজ– এটা মাথায় রেখে ইউনিট যত কম করা যায়, সবার জন্য ততই ভালো হতে পারে বিষয়টি; ৭. পরীক্ষার কেন্দ্র হতে পারে পরীক্ষার্থীর পছন্দের নিকটবর্তী কোনো বিশ্ববিদ্যালয়; ৮. মেডিকেল কলেজগুলোতে ভর্তির মতো পছন্দক্রম অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের ভর্তি ও মাইগ্রেশনের সুযোগ রাখা যেতে পারে; ৯. ফরমের মূল্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আলোচনাসাপেক্ষে নির্ধারণ করে নিতে পারে যেন তা উভয়পক্ষের জন্য ভালো হয়; ১০. যেসব বিশ্ববিদ্যালয় একসঙ্গে পরীক্ষা নেবে, ওই সব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের সমন্বয়ে একটি কেন্দ্রীয় কমিটি এবং প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি করে নিজস্ব কমিটি গঠনের মাধ্যমে স্থান, কাল আগে থেকে ঠিক করে নিয়ে অত্যন্ত সহজ করা যেতে পারে ভর্তি পরীক্ষা; ১১. ৩৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ের আলাদা আলাদা ভর্তি পরীক্ষা না নিয়ে এভাবে চারটি ক্যাটাগরিতে (১, ২, ৩ ও ৪) ভাগ করে সমন্বিত অথচ গুচ্ছভাবে নেওয়া যেতে পারে।

আলোচনা শুরু হলে আরও ভালো ভালো পরামর্শ আসবে, যা এ ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হবে। কোন বিশ্ববিদ্যালয় বড়, কোন বিশ্ববিদ্যালয় ছোট কিংবা কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের আলাদা ঐতিহ্য আছে, তা না ভেবে বরং আসুন ভাবি, জাতি হিসেবে আমরা কত উদার, জাতি হিসেবে আমাদের যে ঐতিহ্য আছে, তার কথা। কোমলমতি শিক্ষার্থীরা আমাদেরই সন্তান। ওদেরকে ভালোভাবে সুযোগ করে দিয়ে বড় করে তোলা আমার-আপনার সবার দায়িত্ব। সময় অনেক আগেই এসেছে, আমরা এগিয়ে আসতে পারিনি। এখনই সময় কিছু করার। বিষয়টি নিয়ে সরকার ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ এগিয়ে আসবেন, সেই প্রত্যাশা করছি। প্রত্যাশা করছি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ে সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষার ক্ষেত্রে আরেকটি স্বপ্নের পদ্মা সেতু তৈরি করার মতো শক্ত এবং দৃঢ় পদক্ষেপ নেবেন।

anisrahaman01@gmail.com